দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 22 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সমস্যার আবর্তে কক্সবাজার সরকারি ডিগ্রি কলেজ

॥ আমিনুল হক চৌধুরী, কক্সবাজার ॥

কক্সবাজার সরকারি ডিগ্রি কলেজের হাজারো সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে ৪ হাজার শিক্ষার্থী ও কলেজ শিক্ষকরা। ১৯৬২ সালে কক্সবাজার পর্যটন শহরের কাছে ঝিলংজা এলাকায় প্রায় ১৮ একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে শিক্ষক সংকট, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষে অভাব, ছাত্রনিবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, কর্মচারী ও আসবাপত্র সংকট প্রকট। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও কলেজটি নকলমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সুখ্যাতি লাভ করেছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের হারের দিক দিয়েও সুনাম অর্জন করে আসছে। প্রতিবছর এইচএসসি, ডিগ্রি ও অনার্স পরীক্ষায় পাসের হার রয়েছে শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে ৬৯ দশমিক ৭১ ভাগ। এ কলেজে রাজনৈতিক কোন সহিংসতা নেই জন্মলগ্ন থেকে। তবু এ কলেজের তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষা বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঊর্ধ্বতন অফিস দেশের ২২টি সরকারি ডিগ্রী কলেজে সৃষ্ট পদে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু এ কলেজের ১২/১৩ বছর যাবৎ এ কলেজের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য লিখিত একাধিকবার আবেদন নিবেদন করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। অথচ এ জেলার ১৮ লাখ লোকের সন্তান-সন্তুতির জন্য এটাই একমাত্র সরকারি ডিগ্রী কলেজ। এইচএসসির তিনটি ভাগ, স্নাতক (পাস) তিনটি বিভাগ ও অনার্স কোর্সের ৭টি বিভাগে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। ৬০ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হলেও বছরের পর বছর ধরে ৪৭ জন শিক্ষক দিয়ে এসব শিক্ষার্থীদের কোন মতে লেখাপড়া চালানো হয়। এর ফলে সুষ্ঠু শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১শ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার একবছর পরেও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে খোলা সম্ভব হচ্ছে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এমপি শহিদুজ্জামান ঐ ছাত্রীনিবাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তবে একটি ছাত্র সংগঠন নানা প্রকার অজুহাত সৃষ্টি করে ঐ ছাত্রীনিবাসটি ছাত্রীদের ব্যবহারে বাধা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে এ ছাত্রী নিবাসটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাত হলে এর অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত লোকজনের আড্ডা বসে। পক্ষান্তরে এ কলেজের শত শত ছাত্রীকে জেলার দুর্গম এলাকা থেকে ২০/২৫ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে যাত্রীবাহী বাসে ঠাসাঠাসি করে আসতে হচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও শিক্ষক সংকটের কারণে মাস্টার্স কোর্স চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে এতদাঞ্চলের শত শত শিক্ষার্থী ডিগ্রী পাস করার পর উচ্চ শিক্ষালাভ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এখান থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। এদিকে আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কক্সবাজার সরকারি কলেজের প্রাথমিক পর্যায় বাংলা, হিসাব বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। তবে আমলাতান্ত্রিক বহুবিধ জটিলতা ও শিক্ষক সংকটের কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্ত কবেনাগাদ বাস্তবায়ন করা হবে এবং আদৌ বাস্তবায়ন করা হবে কিনা কেহই সঠিক করে বলতে পারেননি।